"এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এ ভর্তি: স্বপ্নের সোনার হরিণ"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | মেন্টাল হেলথ ক্যারিয়ার

DECP

সৌজন্যেঃ আসাদুজ্জামান রাজু আকন, এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভর্তি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ভিডিও পেতে এই লিংকে প্রবেশ করুন-

https://youtu.be/npZRu8BJbpc

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ

এমএস এডুকেশনাল সাইকোলজি

এমএস কাউন্সেলিং সাইকোলজি

ভর্তি নির্দেশিকা

এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ
অফিসঃ রুম নং-৪০০৪, কলা ভবন, ৪র্থ তলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইটঃ https://du.ac.bd/body/DECP
ফোনঃ ০২-৯৬৬১৯০০/৭৭০৬

সূচি

১. ভূমিকা ৩

২. ভর্তি মেলা ৩

৩. মূল্যায়ন এবং নির্বাচনের মানদণ্ড ৩

৪. ভর্তি ফরম বিতরণ বিষয়ে তথ্য ৪

৫. পরীক্ষার সময় ৪

৬. নম্বর বন্টন ৪

৬.১ পূর্বের ফলাফল (৩০%) ৫

৬.২ লিখিত পরীক্ষা (৫০%) ৫

৬.৩ মৌখিক পরীক্ষা (২০%) ৫

৭. প্রশ্নের ধরন ৫

৮. ফলাফল প্রকাশ ৫

৯. স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) ৬

ভর্তি নির্দেশিকা

এমএস এডুকেশনাল সাইকোলজি

এমএস কাউন্সেলিং সাইকোলজি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উত্তরোত্তর পেশাগত মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি নামে এই বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে যেখানে মনোবিজ্ঞানের দুটি প্রায়োগিক শাখা- এডুকেশনাল সাইকোলজি এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে মাস্টার্স, এম.ফিল এবং পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এসব বিশেষায়িত পেশাগত ডিগ্রীর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদেরকে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পেশাগত দক্ষতা শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবেলায় কাজে লাগিয়ে জীবনকে আরো অর্থপূর্ণ ও সন্তুষ্টির সাথে ধারন করার ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে।

এ বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে এডুকেশনাল সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি-তে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ গড়ে তোলা। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' এর ৩, ৪, ৫, ১০ ও ১৭ নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, বিভাগের কারিকুলামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্টগণ একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এই নির্দেশিকায় এডুকেশনাল সাইকোলজি এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে মাস্টার্স ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২. ভর্তি মেলা

ভর্তি পরীক্ষার আগে ভর্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান, বিভাগ ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্যে এবং উচ্চতর শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে বিভাগ থেকে প্রতি বছর একটি ভর্তি মেলা আয়োজন করা হয়।

৩. মূল্যায়ন এবং নির্বাচনের মানদন্ড

এডুকেশনাল এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে পেশাদার মাস্টার্সের মূল উপাদান হলো তত্ত্বীয় ক্লাস এবং ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ (প্র্যাকটিকাম এবং ইন্টার্নশিপ)। বিভাগের পাঠ্যক্রম নিবিড় শিক্ষাদান এবং মানসিক সহায়তা প্রদানের দক্ষতার উপর জোর দেয়, যা একজন শিক্ষার্থীকে পেশাদার মনোবিজ্ঞানী হিসাবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করে। সার্বিক অনুশীলন এবং তত্ত্বের একীকরণের উপরও জোর দেওয়া হয়। শিক্ষন ও বিকাশে আগ্রহী (Interested in learning and growth), আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী (Emotionally intelligent) এবং সেবা প্রদানে আন্তরিক (Compassionate in service providing) প্রার্থীদেরকেই এই বিভাগ শিক্ষার্থী হিসাবে চায়। ভর্তির প্রক্রিয়ায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়।

বিবেচনার জন্য, আবেদনকারীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে মনোবিজ্ঞান/ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম ৫০% নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ-৩ পেয়ে ৪ (চার) বছরের অনার্স অথবা উক্ত বিষয়ে অনার্সসহ ১ (এক) বছরের মাস্টার্স ডিগ্রী থাকতে হবে।

খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী অনার্স সহ মাস্টার্স ডিগ্রীধারীরা ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারবেন।

গ) এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি –তে ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫ অথবা ন্যূনতম ৫০% নম্বরসহ দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

ঘ) 'উল্লিখিত শর্ত পূরণ না হলে ভর্তি বাতিল হবে' এই শর্তে স্নাতক ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশী প্রার্থীও ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করতে পারবেন।

৪. ভর্তি ফরম বিতরণ বিষয়ে তথ্য

পত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী আনুমানিক এক মাসের মধ্যে বিভাগের অফিস থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে এই ফরম সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় সনদপত্রের ফটোকপি বিভাগীয় অফিসে উক্ত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। বিভাগীয় অফিস প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্ভাব্য প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রবেশ পত্র বিতরণ করবে।

৫. পরীক্ষার সময়

লিখিত পরীক্ষায় দুইটি অংশ থাকবে- নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক। দুই অংশের পরীক্ষার জন্য মোট সময় ১ (এক) ঘন্টা। এর মধ্যে ৩০ মিনিট নৈর্ব্যক্তিক (প্রথম অংশ) এবং ৩০ মিনিট রচনামূলকের (দ্বিতীয় অংশ) জন্য বরাদ্দ। নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক অংশের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র আলাদাভাবে প্রদান করা হবে। তবে যদি কোনো প্রার্থী ৩০ মিনিটের পূর্বেই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা শেষ করেন, তাহলে তিনি নৈর্ব্যক্তিক অংশ জমা দিয়ে রচনামূলক অংশ লেখা শুরু করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রার্থীকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না ।

৬. নম্বর বণ্টন

প্রার্থী নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা হবে মোট ১০০ নম্বরের। এর মধ্যে পূর্বের ফলাফল ৩০ শতাংশ, লিখিত পরীক্ষা ৫০ শতাংশ এবং মৌখিক পরীক্ষা ২০ শতাংশ।

টেবিল ১. নির্বাচনী পরীক্ষার নম্বর বণ্টন

পূর্বের ফলাফল	লিখিত পরীক্ষা	মৌখিক পরীক্ষা
৩০%	৫০%	২০%
মাধ্যমিক/সমমান (৫%)	নৈর্ব্যক্তিক (৩০%)	
উচ্চমাধ্যমিক/সমমান (৫%)	রচনামূলক (২০%)	
স্নাতক/সমমান (২০%)		

৬.১ পূর্বের ফলাফল (৩০%)

৬.১.১ মাধ্যমিক/সমমান, উচ্চমাধ্যমিক/সমমান এবং স্নাতক/সমমানের ফলাফল পূর্বের ফলাফল হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

৬.১.২ মাধ্যমিক/সমমান ফলাফলের ৫%, উচ্চমাধ্যমিক/সমমান ফলাফলের ৫% এবং স্নাতক/সমমানের ফলাফলের ২০% নিয়ে মোট ৩০% নম্বর পূর্বের ফলাফল হিসাবে গণনা করা হবে।

৬.১.৩ পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল গণনা করার সূত্র নিম্নরূপঃ মাধ্যমিক/সমমান জিপিএ X ১ + উচ্চমাধ্যমিক/সমমান জিপিএ X ১ + স্নাতক/সমমান সিজিপিএ X ৫ = ৩০

৬.১.৪ স্নাতক ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩য় বর্ষ পর্যন্ত সিজিপিএ পূর্বের ফলাফল হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.২ লিখিত পরীক্ষা (৫০%)

নির্বাচনী পরীক্ষার মোট নম্বরের ৫০% বরাদ্দ থাকবে লিখিত পরীক্ষায়। লিখিত পরীক্ষার দুইটি অংশের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য ৩০% এবং রচনামূলক অংশের জন্য ২০% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

৬.৩ মৌখিক পরীক্ষা (২০%)

মৌখিক পরীক্ষায় মোট ২০% নম্বর থাকবে। মৌখিক পরীক্ষায় পাঁচজন পরীক্ষক (চেয়ারপার্সন, এডুকেশনাল সাইকোলজি থেকে দুইজন, কাউন্সেলিং সাইকোলজি থেকে দুইজন) উপস্থিত থাকবেন। সকল পরীক্ষক প্রার্থীকে ২০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করবেন। একজন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর হবে উপস্থিত পরীক্ষকগণের দেয়া নম্বরের গড়।

৭. প্রশ্নের ধরন

নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক এই দুই ধরনের প্রশ্ন ভর্তি পরীক্ষায় থাকবে। পরীক্ষায় প্রশ্ন এবং উত্তর লেখা সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে হয়ে থাকে। নৈব্যক্তিক এ মোট ৬০ টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য পরীক্ষার্থী ০.৫ নম্বর প্রাপ্ত হবে। ভুল উত্তরের জন্য কোন নাম্বার কাটা যাবে না। এই অংশের প্রশ্নগুলি মূলত সম্মান শ্রেণীতে পঠিত এডুকেশনাল সাইকোলজি, কাউন্সেলিং সাইকোলজি, জেনারেল সাইকোলজিসহ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান, গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান বিষয়ের মূল ধারণাগুলোর উপরে করা হয়ে থাকে। ১০ নম্বরের দুটি রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রশ্নগুলি সচরাচর কোন একটি তত্ত্বের আলোকে Reflective ধরণের অথবা পরীক্ষার্থী তার যোগ্যতা অথবা ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে নিজ গুণাবলী প্রকাশ করে থাকে।

৮. ফলাফল প্রকাশ

৮.১ প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ফলাফল প্রকাশিত হবে দুই ধাপে।

৮.২ প্রথম ধাপ- লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে সর্বোচ্চ পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৮.৩ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে ৫০%।

৮.৪ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সেই ব্যাচের গড় নম্বর বা তার বেশি পাবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে।

৮.৫ দ্বিতীয় ধাপ- এটিই ফলাফল প্রকাশের চূড়ান্ত ধাপ। এই ধাপে পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষার মোট নম্বর দেয়া হবে। এই মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

৮.৬ নির্বাচনী পরীক্ষায় একজন প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর এবং প্রার্থী কর্তৃক ভর্তি ফর্মে বিষয়ের পছন্দক্রম (এক ও দুই) অনুযায়ী এডুকেশনাল সাইকোলজি এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ের পৃথক মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

৮.৭ প্রথম মেধা তালিকায় এডুকেশনাল সাইকোলজির জন্য ১৫ জন এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজির জন্য ১৫ জন প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে। মেধা তালিকার সাথে উভয় বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত ৫০% প্রার্থীকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হবে। অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে মূল তালিকার ১৫ জনের সাথে আরো অনধিক ১০-১৫ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হবে।

৮.৮ আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে দ্বিতীয় অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হবে।

৮.৯ অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বশরীরে আগে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে। একই সময়ে একাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত হলে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি করা হবে।

৮.১০ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল স্তরে (মেধা এবং অপেক্ষমান তালিকা) নির্ধারিত সময়ের পরে কোনো শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে না।

৯. স্থানান্তর (মাইগ্রেশন)

নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং বিভাগে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) হওয়ার সুযোগ থাকবে।

৯.১ স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) হবে প্রার্থী কর্তৃক আবেদন ফর্মের সাথে পূরণকৃত বিষয়ের পছন্দক্রম অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রার্থী মেধা তালিকায় তার পছন্দের দ্বিতীয় বিষয় থেকে পছন্দের প্রথম বিষয়ে স্থানান্তর হতে পারবে।

৯.২ আসন শূন্য হওয়া সাপেক্ষে স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। স্থানান্তর (মাইগ্রেশন)-এর জন্য প্রার্থীকে পৃথক আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৯.৩ কোনো প্রার্থী যদি স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) হতে অনিচ্ছুক থাকে, অর্থাৎ প্রার্থী প্রথম মেধা তালিকায় যে বিষয় পেয়েছে, সেটাই পড়তে চায়, তাহলে ফলাফল প্রকাশের এক দিনের মধ্যে বিভাগে লিখিত আবেদন (সরাসরি/russellimran@office.du.ac.bd ইমেইলে) করতে হবে। যারা তাদের প্রথম পছন্দক্রম অনুযায়ী বিষয় পেয়ে যাবে, তাদের জন্য স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) প্রযোজ্য নয়।

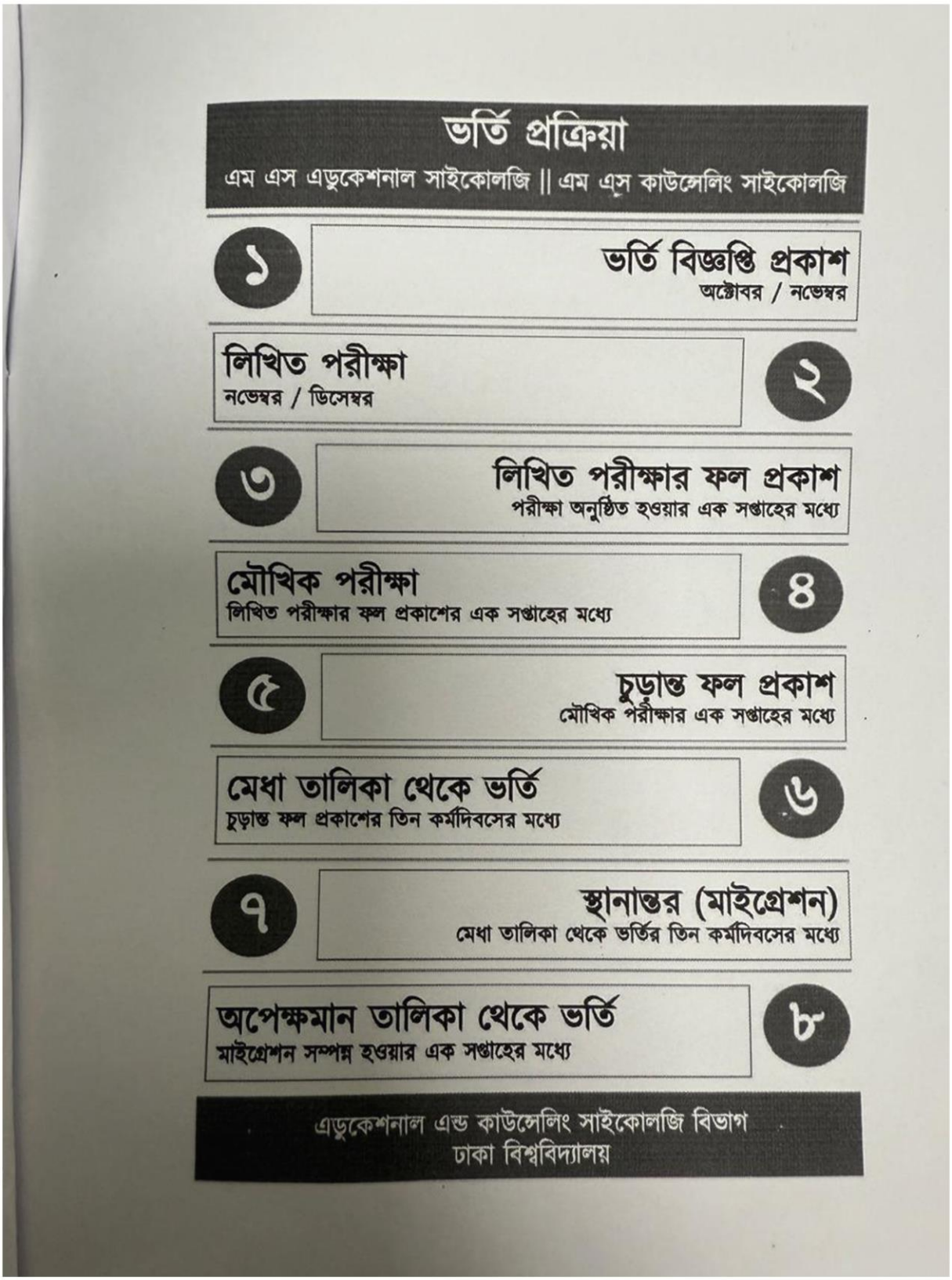
ভর্তি প্রক্রিয়া
এম এস এডুকেশনাল সাইকোলজি || এম এস কাউন্সেলিং সাইকোলজি
১
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
অক্টোবর / নভেম্বর
লিখিত পরীক্ষা
নভেম্বর / ডিসেম্বর
২
৩
লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে
মৌখিক পরীক্ষা
লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে
৪
৫
চূড়ান্ত ফল প্রকাশ
মৌখিক পরীক্ষার এক সপ্তাহের মধ্যে
মেধা তালিকা থেকে ভর্তি
চূড়ান্ত ফল প্রকাশের তিন কর্মদিবসের মধ্যে
৬
৭
স্থানান্তর (মাইগ্রেশন)
মেধা তালিকা থেকে ভর্তির তিন কর্মদিবসের মধ্যে
অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তি
মাইগ্রেশন সম্পন্ন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে
৮
এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়